সংবাদ

003

তারিখ 23 NOV 1985 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 6 কলাম ... ...

জাতিগঠন ও নারী শিক্ষা

মাহবুবা খোন্দকার

সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের মুক্ত চিন্তার দ্বার উন্মোচন হয়েছে। এই চিন্তাশক্তির বিকাশের সাথে সাথে মানুষ তাঁর আত্মশুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, শিক্ষার অধিকারের এক নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একে অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই। তন্মধ্যে নারী শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক। দেশের অধিক অংশ যেখানে নারী, সেখানে একে বাদ দিয়ে শিক্ষার আলোক থেকে পিছিয়ে রেখে কোন দেশের কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। একটি জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে হলে নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা যাবে না। তাদেরকে এগিয়ে আনতে বা আসতেই হবে জাতিগঠনে। একটি জাতি তখনই স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়, যখন সেদেশের প্রত্যেকটি লোক সুশিক্ষিতরূপে গড়ে উঠছে।

যদিও আজকের নারীসমাজ সেকালের নারীসমাজ থেকে অনেক ভিন্ন। আজকের নারী সমাজ সভ্যতার আলোকে সেকালের নারীসমাজের শিকলবাঁধা বেড়াজাল ভেঙ্গে নিজেদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা সমাজকে দেখিয়েছে, জানিয়েছে, তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী নয়, তারা একদিকে যেমন পুরুষের সহকর্মী, অন্যদিকে একটি রাষ্ট্রের ও সমাজের একজন সুনাগরিক। পুরুষের মতো তাদেরও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার অধিকার আছে। একটি জাতিকে পিছিয়ে রেখে অন্য একটি জাতি তার রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সক্ষম হতে পারে না তার রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে।

আজ আমাদের সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও প্রথাগত জীবনকে পেছনে ফেলে আজ আমরা এগিয়ে চলেছি পাশ্চাত্যের জীবনবোধ ও সংস্কৃতির দিকে। আজ এ জীবনবোধে আমরাই শুধু প্রলুব্ধ ও পরিচালিত হচ্ছিনে, উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল সকল দেশই আজ ওই এক সভ্যতা বা জীবনবোধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নতুনভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমাজের কর্মরতা নারীদের সম্পর্কে আজ আমরা সচেতন না হয়ে পারিনে। ধরা যাক, আগে একজন বিবাহিতা নারীর জীবনে ছিল শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদই প্রধান। এখন সময় বদল হয়েছে, সচেতনতার প্রসার ঘটছে। পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো এ সমস্যা তাদেরও আছে। কিন্তু তারা এ সমস্যার মোকাবেলা করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে এ দেশের নারীসমাজ পাশ্চাত্যের নারী সমাজের কাছ থেকে অনেকটা শিক্ষা গ্রহণ করে পথের দিশা পেতে পারেন।

আমাদের দেশে শিক্ষিত নারীর ভেতরও সচেতনার অভাব রয়েছে যথেষ্ট। তাদেরকে শুধু অর্থকরী উপার্জনের জন্যেই বাইরে বেরুতে দেখা যায়। প্রকৃত শিক্ষা কি, তা অনেকেই জানেন না। কিন্তু তবুও যখন দেখি আজ পাশ্চাত্য দেশের নারীদের মত আমাদের দেশের নারীরাও উচ্চ শিক্ষা লাভ করছেন, চাকরি করছেন, অন্যকে শিক্ষা দিচ্ছেন, এটাই হলো সমস্ত জীবনের এক সার্থকতম অংশ। সমস্ত জীবনে প্রতিদিনের দুঃখ-ক্লান্তিতে এ দিনগুলোর স্মৃতি মানুষকে নতুন আনন্দ ও প্রেরণা দেয়। তাকে সজীব করে তোলে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাজ যাদেরকে টুঁটি চেপে মূক করে রেখেছিল, সমাজের এক শ্রেণীর জীবদের অন্যায় এবং অসংযত আবদার রক্ষা করতে গিয়ে জীবনের পরতে পরতে জমে উঠেছিল শুধু অভিশাপের বিভীষিকা-প্রতিবাদের ভাষা, যাদের কণ্ঠ চিরকালের জন্যে রুদ্ধ হতে বসেছিল, চারদিকের প্রতিরোধের দেয়ালে দৃষ্টি যাদের ব্যাহত হয়ে ফিরছে, বার বার চিন্তা শক্তি অঙ্কুরেই হয়েছে বিনষ্ট--তাদের বঞ্চিত হৃদয়ের ধূমায়িত উষ্মা যদি একদিন বিসুভিয়াসের বিস্ফোরণ আনে, তবে এতে ক্ষুব্ধ হবার কিছুই নেই।

আমাদের অনুভূতির তীব্রতা আছে, কিন্তু প্রকাশের ভাষায় নেই যুক্তির ধার। বিক্ষিপ্ত চিন্তায় নেই সামঞ্জস্য।

এদেশের নারী সমাজ এখন জানতে পেরেছে মূক কণ্ঠে বোবা দৃষ্টি মেলে, বিনম্র দীনতায় সমাজের কাছে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরবার দিন গত হয়েছে। আমাদের হৃদয়ের গহনদ্বারে কান পেতে চিরকালের অবরুদ্ধ কান্না শুনবার আগ্রহ বা অবসর কারো নেই। আজ নারী সমাজকে মেরুদণ্ড সোজা করে নিজের দু'পায়ে ভর করে নিজেদের কথা, অভাব, অভিযোগ আর অধিকারের কথা স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে। ভাগ্যের হাতে বর্তমান ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দৃঢ় পদক্ষেপে সম্মুখে এগিয়ে জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আজো যে অন্ধ প্রকোষ্ঠে নারী সমাজের বিপুল অংশ মূক কণ্ঠে বসে মৃত্যুর দিন গুনছে, তাদের শোনাতে হবে আশার বাণী--শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে তাদের আচ্ছন্ন চেতনায় আঘাত হানতে হবে, দিতে হবে নবজাগরণের সাড়া।

যেদিন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দৃপ্ত কঠিন ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বনির্ভর নারী সমাজ সমস্যা-সংকুল প্রান্তে এসে দাঁড়াবে, সেদিনই বিরোধের অবসান হবে। তা না হলে ধরে নিতে হবে যে বেগম রোকেয়ার সকল শিক্ষাই ভুল। তার প্রচেষ্টা বৃথা। আমাদের নতুন করে অঙ্গীকার নিয়ে নারী শিক্ষার প্রসারের প্রয়াসে নিতে হবে নতুন সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে।